চুয়াডাঙ্গায় মে দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা

শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি এই প্রতিপাদ্যে চুয়াডাঙ্গায় ১লা মহান মে দিবস পালিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সোমবার সকাল সাড়ে নয়টার সময় জেলা প্রশাসনের আয়োজনে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এরপর বর্ণাঢ্য র্যালি প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে ডিসি সাহিত্য মঞ্চে এসে শেষ হয়।

পরবর্তীতে ডিসি সাহিত্য মঞ্চে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন এ সময় তিনি বলেন, আমেরিকার শিকাগো শহর থেকে যে শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা আজও চলমান রয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর শ্রমিকদের কল্যাণে ইতোমধ্যে অনেক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছেন।

শ্রমিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও আবাসন সমস্যার অনেকাংশই সমাধান করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের সাধারণ মানুষ তথা শ্রমিক শ্রেণির ভাগ্য উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। বিএনপি-জামায়াত সরকার দেশের অনেক কল-কারখানা বন্ধ করে লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে বেকার করে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করে ফেলেছিল। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শ্রমিক লীগের সকল স্তরের নেতৃবৃন্দদেরকে কার্যকরী ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান তিনি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন, চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও চুয়াডাঙ্গা জেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি মোঃ আফজালুল হক বিশ্বাস,চুয়াডাঙ্গা জেলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ রিপন মন্ডল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।
এসময় সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, শ্রমিক

চুয়াডাঙ্গায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা

শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবারের এসএসসি ও সমমানের প্রথমদিনের পরীক্ষা। আজ রোববারের পরীক্ষায় চুয়াডাঙ্গা জেলার কোথাও কোন ধরণের বিশৃঙ্খলা বা বহিষ্কারের খবর পাওয়া যায়নি। তবে চুয়াডাঙ্গা জেলার চার উপজেলায় মোট ১৯৬ জন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল বলে জেলা প্রশাসনের শিক্ষা শাখা সূত্রে জানা গেছে।

তথ্য মতে, প্রথম দিনের পরীক্ষায় জেলার মোট ১১ হাজার ৫৩৯ জন পরীক্ষার্থীর মাঝে ১১ হাজার ৩৪৩ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছে। বাকি ১৯৬ জন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল। এরমধ্যে- এসএসসি (সাধারণ) পরীক্ষায় মোট ৯ হাজার ১৬৭ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৯ হাজার ২৩ জন। অনুপস্থিত ১৪৪ জন। এসএসসি ও দাখিল (ভোকেশনাল) মোট ১ হাজার ৩৭৬ জন পরীক্ষার্থীর মাঝে উপস্থিত ছিল ১ হাজার ৩৫৭ জন। অনুপস্থিত ১৯ জন। দাখিল পরীক্ষায় ৯৯৬ জনের মধ্যে উপস্থিত ছিল ৯৬৩ জন। অনুপস্থিত ৩৩ জন।

এদিকে, এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরুর প্রথমদিন থেকেই কেন্দ্রগুলতে ছিল কড়া নিরাপত্তা। যে কোন ধরণের অপ্রীতিকর ঘটনা, অনিয়ম এড়াতে এবং প্রশ্নফাঁস রোধে সার্বক্ষণিক চারটি ভিজিলেন্সটিম, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে মোবাইল কোর্ট ও পুলিশ সদস্যরা মাঠে ছিলেন। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া জুবিলি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র পরিদর্শন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান। তিনি কেন্দ্রের বেশ কয়েকটি কক্ষ পর্যবেক্ষণ করেন এবং সার্বিক পরিস্থিতির খোঁজ খবর নেন। পরে সেখান সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র পরিদর্শন করেন জেলা প্রশাসক।

সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রসঙ্গ কথায় জেলা প্রশাসক বলেন মো. আমিনুল ইসলাম খান বলেন, ‘পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও অত্যন্ত মানসম্পন্ন হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘পরীক্ষার্থীরা সাবলীলভাবে তাদের প্রশ্নের উত্তর লিখতে পেরেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ সকল প্রকার অনিয়ম রোধে সার্বক্ষণিক কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান আরও বলেন, চুয়াডাঙ্গার চারটি উপজেলার ৩০টি কেন্দ্রে এসএসসি ও সমমানের পরিক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমরা সুষ্ঠু সুন্দর নকমুক্ত পরিবেশে পরিক্ষা নেওয়ার বিষয়ে যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি। প্রতিটি কেন্দ্রে আমাদের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আছে। আমার এডিসি, ইউএনওরা দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়া উপজেলার ট্যাগ অফিসাররা দায়িত্ব পালন করছে। আমরা আশা করছি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনাগুলো আমরা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে সুষ্ঠ এবং নকলমুক্ত পরিবেশে চুয়াডাঙ্গা জেলা এসএসসি ও সমমানের পরিক্ষা সম্পন্ন করবো।

দামুড়হুদা হাউলী ইউনিয়ন পরিষদে উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা

দামুড়হুদা হাউলী ইউনিয়ন পরিষদে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। আজ রবিবার বিকাল ৩ টার সময় হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের আয়োজনে পরিষদের চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে এই উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা করেন হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের (ভারপ্রাপ্ত) চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন।

২০২৩-২৪ অর্থ বছরে উন্মুক্ত বাজেটে সম্ভাব্য আই ও ব্যয় এর খসড়া অনুযায়ী ২৩-২৪ইং অর্থ বছরে ১কোটি ৮৪ লক্ষ ৬৩ হাজার ৫শত ৮৫ টাকার চুড়ান্ত বাজেট ঘোষণা করা হয়। হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের (ভারপ্রাপ্ত) চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন এর সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন ইউপি সদস্য শহিদুল ইসলাম, আ: হান্নান পটু, শাহজামাল, রিকাত আলী, জাহাঙ্গীর আলম টিক্কা, আব্দুল্লাহ সেলিম, সাবিনা ইয়াসমিন,

রওশনারা খাতুনসহ ইউনিয়নের সকল ইউপি সদস্য ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের সচিব নাঈম উদ্দিন।

দর্শনায় শান্তিপূর্ণ ভাবে এসএসসি ও সমমান পরিক্ষা সম্পন্ন

সারাদেশের ন্যায় চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় শান্তিপূর্ণ ভাবে এস,এস,সি ও সমমানের পরিক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। এ পরিক্ষায় দর্শনা পৌরসভা সহ পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের মোট ৮টি বিদ্যালয় অংশ গ্রহণ করেন ৬৪৪ জন শিক্ষার্থী। এ পরিক্ষায় কোন বহিস্কার না হলেও পরিক্ষার প্রথম দিনে পরিক্ষাকেন্দ্রে অনুপস্থিত ছিল ১২ পরিশিক্ষার্থী।

আজ রবিবার সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গার দর্শনার দুটি কেন্দ্রে এসএসসি ও সমমানের পরিক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয। প্রথম দিনে অনুষ্ঠিত হয় বাংলা প্রথম পত্র। এ কেন্দ্র দুটি মেমনগর বিপ্রদাস (বিডি) মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দর্শনা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়।

পরিক্ষার প্রথম দিনে বাংলা প্রথমপত্রে মেমনগর বিপ্রদাস (বিডি) মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৭৬ জন। এ পরিক্ষায় অংশ গ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৭২ জন। অনুপস্থিত ছিল ৪ জন। অন্যদিকে দর্শনা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্র দু’টিতে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৬৮ জন। পরীক্ষায় অংশ গ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর ছিল ২৬০ জন। এ দুটি পরিক্ষা কেন্দ্রে অনুপস্থিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১২ জন। দর্শনার উভয় পরিক্ষার কেন্দ্রে বহিষ্কারের কোন ঘটনা ঘটেনি। তবে পরিক্ষার প্রথম পত্রে দুটি কেন্দ্রে অনুপস্থিত ছিল ১২ জন শিক্ষার্থী।

দর্শনার দুটি পরিক্ষা কেন্দ্রে পরিক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কেরু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মেমনগর বিপ্রদাস (বিডি) মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আলহেরা ইসলামী বিদ্যালয়, দর্শনা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, দামুড়হুদার পারকৃষ্ণপুর- মদনা ইউনিয়নের কামাড়পাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মদনা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বড় বলদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

অনুষ্ঠিত পরিক্ষার প্রথম দিন কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু।

দর্শনা বিপ্রদাস (বিডি) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ নাসির উদ্দিন জানায়, দর্শনায় এসএসসি পরিক্ষার দুটি কেন্দ্রের সুপার হিসাবে মেমনগর (বিডি) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন শিক্ষক ইকরামুল হক ও মাধ্যমিক বালিকা (গার্লস) বিদ্যালয়ে হাসমত আলী। এ দুটি পরিক্ষা কেন্দ্রে মোট ৬৪৪ জন পরিক্ষার্থীর মধ্য পরিক্ষায় ১২ জন কম অংশগ্রহণ করছে।

জীবননগরে কালবৈশাখী ঝড়ে ঘর বিধ্বস্ত

জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের গঙ্গাদাশপুর গ্রামের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া কালবৈশাখী ঝড়ে বেশ কিছু ঘর বিধ্বস্তসহ ফসলাধি নষ্ঠ। ঝড়ে ঘরের দেয়াল চাপায় গুরুত্বর আহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার । এছাড়া গাছ ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। গত কয়েক দিন ধরে রাতে আঘাত হানা কালবৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডবে এসব ক্ষয়ক্ষতি হয়। এদিকে ক্ষতিগ্রস্ত তালিকা করতে মাঠে নেমেছে প্রশাসন।

সরেজমিনে দেখা গেছে, জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়ন কালবৈশাখী ঝড়ে ঘরের দেওয়াল ও টিন উড়ে গঙ্গাদাশপুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল কাদেরের মেয়ে মোছাঃ বেলি খাতুন গুরুত্বর আহত হয়েছে। ঘর তৈরি করবে এমন সামথ্য না থাকায় ওই মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যরা অন্যর বাড়িতে রাত যাপন করছে। একই অবস্থা দিনমজুর শহিদুল ইসলাম,জিয়াউর রহমানের পরিবারের।

জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ ইসাবুল ইসলাম মিল্টন বলেন,কালবৈশাখী ঝড়ে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এ বিষয়ে আমরা তালিকা তৈরি করছি তালিকা তৈরি শেষে উপজেলাতে জমা দিব ।

জীবননগর উপজেলা কৃষি অফিসার মোছাঃ শারমিন আক্তার বলেন, জীবননগর উপজেলায় কালবৈশাখী ঝড়ে মোট ক্ষতির পরিমান হিসাব করা হয়েছে সাড়ে ১২হেক্টর জমি এবং আক্রান্ত হয়েছে ২৫ হেক্টর জমি। তবে কৃষি অফিস থেকে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে।

জীবননগরে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

এবারে জীবননগর উপজেলার ৮টি কেন্দ্রে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে । এ বছর জীবননগর উপজেলায় এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে ২হাজার ৯০ জন।

আজ রবিবার সকাল ১০টা থেকে শুরু হয় এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা। সুন্দর পরিবেশের মধ্যে দিয়ে প্রথম দিনের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে যাতে কোন ধরনের অপৃতিকর ঘটনা না ঘটে সে জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহন করে।

জীবননগর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস সুত্রে জানা গেছেএ বছর জীবননগর উপজেলায় সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১ হাজার ৫৫৯ জন। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১ জন, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অংশ নিচ্ছে ৩৩০ জন পরীক্ষাথী এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহন করেছে।

জীবননগর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ আমজাদ হোসেন বলেন, এসএসসি পরীক্ষা খুব সুন্দর ভাবেই প্রথম পরীক্ষা শেষ হয়েছে। প্রশ্ন ফাঁসের সুযোগ নেই। কেউ প্রশ্ন ফাঁসের গুজব ছড়ালেও

তাদেরকে শাস্তির আওতায় আনা হবে।

জীবননগর উপজেলা নিবাহী অফিসার মোঃ রোকুনুজ্জামান জীবননগর উপজেলার বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদশন করেন।

দামুড়হুদায় লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্টের বাজেট বিষয়ে আলোচনা সভা

দামুড়হুদায় লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি-৩) প্রকল্পের অগ্রগতি ও বাজেট বিষয়ে উপজেলা পর্যায়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার বেলা ১২টার দিকে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুর রশীদ, সহকারী প্রকৌশলী আক্তারুজ্জামান, জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এস এম জাকারিয়া আলম, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল করিম, দামুড়হুদা সদর ইউপি চেয়ারম্যান হযরত আলী, নতিপোতা ইউপি চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলী, কুড়ুলগাছি ইউপি চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন, হাউলি ইউপি চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) নিজাম উদ্দিন ও নাটুদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাফিকুল ইসলামসহ ৮ টি ইউনিয়ন পরিষদের সচিবগণ।

এসময় ইউএনও রোকসানা মিতা বলেন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও টেকসইকরণে এলজিএসপি-৩ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। নারীর ক্ষমতায়নসহ নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও গ্রামীণ দারিদ্র হ্রাসকরণে বিশেষ অবদান রাখার পাশাপাশি ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের

মাধ্যমে সকল ইউনিয়ন পরিষদকে কার্যকর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে রূপ দিতেও বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

আলমডাঙ্গায় আইপিএল জুয়ায় বাজি, হারাতে বসেছে বসতবাড়ি

আইপিএল খেলায় বাজি ধরে তিন ভরি সোনার বাজি হেরে বসতবাড়ি খোয়াতে বসেছেন আলমডাঙ্গার এক্সচেঞ্জপাড়ার কারিগর রতন কারিগর। আলমডাঙ্গা সোনারপটির ফেন্সি জুয়েলার্সের মালিক ছিদাম কর্মকার অলংকার বানাতে কারিগর রতন পাররকে পাঁচ ভরি সোনা দেন। তারমধ্যে দুই ভরি সোনার গহনা তৈরি করে মালিককে দিলেও বাকী তিন ভরি সোনা আইপিএল জুয়ায় উড়িয়েছেন রতন পাত্র। হেরে যাওয়া স্বর্ণের মূল্য পরিশোধ করতে না পারায় রতন পাত্রের দেড় শতক জমির বসতবাড়িটি মালিক ছিদাম কর্মকারের নামে বায়নানামা করে দিতে হচ্ছে বলে সালিশ বৈঠকসূত্রে জানা যায়।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার সোনাপট্টির ফেন্সি জুয়েলার্সের মালিক ছিদাম কর্মকার অলংকার তৈরী করে দিতে তার কারিগর রতন পাত্রকে পাঁচ ভরি স্বর্ণ দেন। রতন পাত্র সেই স্বর্ণ নিয়ে দুই ভরি সোনার গহনা তৈরি করে দেন। বাকী তিন ভরি সোনা নিয়ে চলমান আইপিএল খেলার জুয়ার আসরে বসে। জমজমাট জুয়া খেলায় তিমি তিন ভরি সোনা হেরে যায়। এ ঘটনার পর রতন পাত্র গা- ঢাকা দেয়।

বাজি ধরার ব্যাপারটি জানাজানি হলে জুয়েলার্সের মালিক ছিদাম কর্মকার বিপাকে পড়েন। স্বর্ণ আদায় করতে তিনি গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় সোনাপট্টিতে একটি সালিশ বৈঠক ডাকেন। বৈঠকে অভিযুক্ত রতন পাত্রের বাবা আলমডাঙ্গা শহরের এক্সচেঞ্জপাড়ার কার্ত্তিক পাত্র উপস্থিত হন। দরিদ্র কার্ত্তিকপাত্র ছেলের অপকর্ম মেনে নিয়ে স্বর্ণের মূল্য প্রায় তিন লক্ষ টাকা পরিশোধ করতে দুই বছর সময় চান। ক্ষতিগ্রস্ত জুয়েলার্সের মালিক ছিদাম কর্মকার দুই বছর সময় মেনে নেন। তবে কার্ত্তিক পাত্রের এক্সচেঞ্জপাড়ার দেড় কাঠার জমির বাড়িটি ছিদাম কর্মকারের নামে স্ট্যাম্পে বায়নানামা করে দিতে

বলেন। দুই বছর সময়ের মধ্যে টাকা দিতে ব্যর্থ হলে বাড়িটি ছিদাম কর্মকারের নামে রেজিস্ট্রি করে দেওয়ার শর্তও জুড়ে দেন তিনি। এ বিষয়ে চূড়ান্ত করা হবে আগামিকাল সোমবার সালিশে।

এ ব্যাপারে ফেন্সি জুয়েলার্সের মালিক ছিদাম কর্মকার এক রহস্যজনক কারণে বাজিতে স্বর্ণ হারানো ও টাকা উদ্ধারে বিলম্বিত হওয়ায় বাড়ি লিখে নেওয়ার বিষয়ে কোন তথ্য জানাতে রাজি হননি।

তবে সালিশকারী আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন বলেন, সালিশ বৈঠকে সমস্যার সমাধান হয়নি। তিনি অভিযুক্ত রতন পাত্রের বাবা কার্ত্তিক পাত্রের নিরাপত্তার স্বার্থে তার বসতবাড়ির বায়নানামা কোন ব্যক্তির নামে না করে জুয়েলারী মালিক সমিতি অথবা বণিক সমিতির নামে করার কথা বলেন। পরবর্তি বৈঠকে সিদ্ধান্ত এ বিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে বলে জানান তিনি।

চুয়াডাঙ্গায় কৃষকের ধান কেটে ঘরে তুলে দিলো ছাত্রলীগ

চুয়াডাঙ্গায় কৃষকের ধান কেটে ঘরে তুলে দিয়েছে চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ। দেশের অন্যান্য জেলার ন্যায় চুয়াডাঙ্গা জেলার বিস্তীর্ণ মাঠ জুড়ে এখন পাকা ধান। মাঠে যাদের পাকা ধান রয়েছে আকাশে মেঘ দেখলেই তাঁরা পড়ছেন চরম দুঃশ্চিন্তায়। ধান পুরোপুরি পেকে গেলেও শ্রমিক সংকটের কারণে অনেক কৃষকই সঠিক সময়ে ধান কাটতে পারছেন না। তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগ।

শনিবার (২৯ এপ্রিল) সকালে চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য ও চুয়াডাঙ্গা পৌর ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক গাজী ইমদাদুল হক সজলের নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার বুজরুক গড়গড়ি বুদ্ধিমানপাড়ার রেজাউল নামের এক কৃষকের দুই বিঘা জমির পাকা ধান কেটে বেঁধে দিয়েছেন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। ধান কাটা বাঁধা কাজে মাঠে উপস্থিত থেকে সজলকে সহযোগিতা করেন আরফিন সজীব, সুমন নাসিম, রাইসুল ইসলাম, ইউসুফ, লিখন, সাব্বির, তৌকি, অংকন, অনিক, আল-

মামুন, রোমেল-সহ ছাত্রলীগের অন্যান্য নেতাকর্মীবৃন্দ।

গাজী ইমদাদুল হক সজল জানান, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদের নির্দেশনা অনুযায়ী ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে আমরা কৃষকের জমির পাকা ধান কেটে দিয়ে তাদের সহযোগিতা করছি। করোনাকালেও আমরা চুয়াডাঙ্গা জেলার অনেক কৃষকের ধান কেটে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছি। সামনের দিনেও এধরনের কার্যক্রম আমরা অব্যাহত রাখবো। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সবসময় অসহায় মানুষের পাশে আছে, অতীতেও ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

দর্শনায় ১৬ দিনের ব্যবধানে দুটি পবিত্র কোরআন শরিফ পুড়ানোর অভিযোগে আটক ১

দর্শনার উজলপুর গ্রামে ১৬ দিনের ব্যবধানে দুটি পবিত্র কোরআন শরিফ পুড়ানোর অভিযোগ উঠেছে আনিছ উদ্দিন নামের এক ব্যাক্তির বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় আনিছ উদ্দিনকে পুলিশের কাছে তুলে দিয়েছে গ্রামবাসী।

আজ শুক্রবার দুপুর ২ টার দিকে দর্শনা থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) আমান উল্লাহ, এসআই আহাম্মদ আলী বিশ্বাস ও এসআই সুজন ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে তাকে আটক করে থানা হেফাজতে নেয়।

ঘটনার বিবরণে জানাগেছে, আজ শুক্রবার দুপুর ২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন বেগমপুর ইউনিয়নের উজলপুর গ্রামের মৃত রহমান মন্ডলের ছেলে আনিছ উদ্দিন (৫৫) গ্রামের ছটাংগার মাঠে তার নিজ জমিতে একটি কোরআন শরিফ পুড়ায়। এরপর মাঠ হতে গ্রামে ফিরে তা মানুষের নিকট প্রচার করে।
এমন খবর শুনারপর তার সত্যতা যাচায়ে মাঠে যায় গ্রামের লোকজন। ঘটনাস্থলে যেয়ে কোরআন শরীফ পুড়ানোর সত্যতা পায়। পরে পুলিশের খবর দিলে দর্শনা থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) আমান উল্লাহ আমান, এসআই আহাম্মদ আলী বিশ্বাস ও এসআই সুজন ঘটনাস্থল পৌছে প্রাথমিক

তদন্ত শেষে কোরআন শরীফ পুড়ানোর অপরাধে আনিছ উদ্দিনকে আটক করে দর্শনা থানা পুলিশ।

উল্লেখ্য, গত ১২ এপ্রিল সে একটি কোরআন শরিফ আংশিক পুড়িয়ে গ্রামের আব্দুল করিমের ছেলে নজর আলী মাস্টারের বাড়ির গেটের সামনে রেখে যায়। পরে পুলিশ খবরপেয়ে সরজমিন পরিদর্শন করে কোরআন শরিফটি উদ্ধার করে পুলিশ হেফাজতে নেয়।

স্থানীয়রা জানায়, আনিছ উদ্দিন বেশ কিছুদিন মানষিক ভারসাম্যহীন ভাবে চলাফেরা করছে। দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত ইনচার্জ ইন্সপেক্টর (তদন্ত) আমান উল্লাহ আমান জানান, পবিত্র কোরআন শরীফ পুড়ানোর অপরাধে ২৯৫ ধারায় মামলা দায়ের করে আসামীকে চুয়াডাঙ্গা কোট হাজতে পাঠানো হয়েছে।